যুগান্তর

তারিখ 22 MAR 2012

ডাকসু নির্বাচন নিয়ে পদক্ষেপ নিতে নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠানের পদক্ষেপ নিতে নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন দায়ের করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ শিক্ষার্থীর পক্ষে সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ বুধবার এই আবেদন করেন। আদালতে আবেদন দায়েরের পর আইনজীবী মনজিল মোরসেদ সাংবাদিকদের বলেন, বৃহস্পতিবার যে কোন বেঞ্চে এ আবেদনের ওপর শুনানি হতে পারে। রিট আবেদনে, সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিবাদীদের ব্যর্থতা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না এবং অবিলম্বে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিবাদীদের কেন নির্দেশ দেয়া হবে না— তা জানতে চেয়ে রুল জারির আবেদন জানানো হয়েছে। রিটে বিবাদী করা হয়েছে শিক্ষা সচিব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার ও প্রক্টরকে। রিট আবেদনে বলা হয়, ডাকসুর বিধান অনুযায়ী প্রতিবছর ডাকসুতে নির্বাচন হওয়ার কথা। এই নির্বাচনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সত্যিকার নাগরিক হিসেবে তৈরি করা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্ব সৃষ্টি করা। পাশাপাশি পাঠ্যক্রমিক ও সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের সর্বোচ্চ সুবিধাপ্রাপ্তির জন্য এই নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান প্রদান জোরদার করতে পারে। কিন্তু নির্বাচন না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার শিক্ষার্থী এসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়। ১৯৯০ সালের ৬ জুলাই ডাকসুর সর্বশেষ নির্বাচন হয়। ওই নির্বাচনে আমান-খোকন-আলম (আমান উল্লাহ আমান, খায়রুল কবির খোকন, নাজিম উদ্দিন আলম) পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ করে। ২০ বছর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের পদক্ষেপ নেয়নি।

১৯৯৮ সালের ২৮ মে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন রিটের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এই প্রতিবেদনে বলা হয়, ২৭ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি (তৎকালীন) অধ্যাপক আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক সভায় ডাকসু ভেঙে দেয়া হয়। ওই সিদ্ধান্তে বলা হয়, ডাকসু নির্বাচনের পর এর সময়সীমা হবে এক বছর। পরবর্তী তিন মাস নির্বাচন না হলে বিদ্যমান কমিটি কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। ওই সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ায় ডাকসু ভেঙে দেয়া হয়।